প্রথম আলো

তারিখ ..... 4 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৮ .....

এক কিলোমিটারে ছয় কলেজ

শাহাবুল শাহীন, গাইবান্ধা ●

গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপজেলার ধাপেরহাট ইউনিয়নে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে মাত্র এক কিলোমিটারের মধ্যে ছয়টি কলেজ গড়ে তোলা হয়েছে। ২০০ থেকে ৫০০ গজের মধ্যে রয়েছে একাধিক কলেজ। কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। ভর্তির সময় শিক্ষকদের মধ্যে ছাত্রছাত্রী নিয়ে চলে টানাহেঁচড়া।

অভিযোগ উঠেছে, নিয়োগবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে এলাকার কিছু সুবিধাভোগী ব্যক্তি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে এসব কলেজ স্থাপন করেছেন। কলেজ স্থাপন বিধিমালা অনুযায়ী, একটি কলেজ থেকে আরেকটি কলেজের দূরত্ব হতে হবে ছয় কিলোমিটার এবং কলেজ এলাকায় জনবসতি হতে হবে ৭৫ হাজার। অথচ ওই ইউনিয়নের জনসংখ্যা ৫০ হাজার বলে জানিয়েছেন চেয়ারম্যান আবদুল জলিল।

সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, ধাপেরহাট ইউনিয়নের হিংগারপাড়া গ্রামে ১৯৯৩ সালে সর্বপ্রথম শাহ আজগর আলী ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজকে কেন্দ্রবিন্দু ধরা হলে এখান থেকে ৫০০ গজ উত্তরে ২০০২ সালে ধাপেরহাট টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, এক কিলোমিটার পূর্বে হিংগারপাড়া উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, পৌনে এক কিলোমিটার দক্ষিণে হিংগারপাড়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, একই দিকে ২০০ গজ দূরে ২০০৪ সালে ছফিরণনেছা আব্দুল শেখ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট মহিলা কলেজ এবং প্রায় এক কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে প্রিয়বালা বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ গড়ে উঠেছে।

আজগর আলী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আলেক উদ্দিন বলেন, বিধিমালা উপেক্ষা করে পাঁচটি কলেজ স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে শিক্ষা বোর্ড। আপত্তি জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। এমনকি নতুন কলেজ স্থাপনের সময় পার্শ্ববর্তী পুরোনো কলেজ অধ্যক্ষের অনাপত্তি সনদ দরকার হলেও তা তাঁর কাছ থেকে নেওয়া হয়নি।

ধাপেরহাট টেকনিক্যাল কলেজে শিক্ষক-কর্মচারী ১৪ জন এবং ছাত্রছাত্রী ৬৩ জন। হিংগারপাড়া উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজে শিক্ষক ১৩ জন এবং ছাত্রছাত্রী ৩৭ জন। হিংগারপাড়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষক ১৭ জন, শিক্ষার্থী ২৫ জন। প্রিয়বালা বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষক ১১ জন, ছাত্রছাত্রী ৩৮ জন। ছফিরণনেছা মহিলা কলেজে শিক্ষক-কর্মচারী ১৪ জন, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩৬ জন। অথচ নিয়মানুযায়ী মফস্বল এলাকায়

> বিধিমালা অনুযায়ী, একটি কলেজ থেকে আরেকটি কলেজের দূরত্ব হতে হবে ছয় কিলোমিটার এবং কলেজ এলাকায় জনবসতি হতে হবে ৭৫ হাজার। অথচ ওই ইউনিয়নের জনসংখ্যা ৫০ হাজার

প্রতিটি কলেজে ২০০ এবং মহিলা কলেজে ১৫০ জন শিক্ষার্থী থাকার কথা।

পাশাপাশি ছয়টি কলেজ হওয়ায় ছাত্রছাত্রী ভর্তি নিয়ে অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলে। শিক্ষকেরা নানা প্রলোভন দেখিয়ে বিনা পয়সায় ছাত্রছাত্রী ভর্তি করেন। ধাপেরহাট টেকনিক্যাল কলেজের ছাত্র আশিক জানায়, 'আমাদের বাড়িসংলগ্ন তিনটি কলেজের শিক্ষকেরা বই-খাতা কিনে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে কলেজে ভর্তির প্রস্তাব দিয়েছিলেন।'

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, দেড় থেকে দুই লাখ টাকা অনুদান নিয়ে এসব কলেজে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এভাবে প্রতিটি কলেজ থেকে গড়ে ৩০ লাখ টাকার অনুদান আদায় করা হয়েছে। বেশির ভাগ টাকা উদ্যোক্তাদের পকেটেই গেছে। অথচ বেশির ভাগ শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত হননি। বেতন-ভাতা না পেয়ে তাঁরা মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ধাপেরহাট টেকনিক্যাল কলেজের একজন শিক্ষক বলেন, 'দুই লাখ টাকা ডোনেশন দিয়ে চাকরি পেয়েছি। অথচ আট বছরেও এমপিওভুক্ত হতে পারিনি।' হিংগারপাড়া গ্রামের সংস্কৃতিকর্মী সোলায়মান হোসেন বলেন, অধিকাংশ কলেজে যে পরিমাণ ছাত্রছাত্রী ও জমি দেখানো হয়েছে, বাস্তবে তা নেই। নেই প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, চেয়ার-টেবিল ও বেঞ্চ। কারিগরি কলেজে বিদ্যুতের সংযোগ আবশ্যক হলেও কোনো কারিগরি কলেজেই সংযোগ নেই। এলাকার সুবিধাভোগীরা টুপাইস উপার্জনের জন্য এসব কলেজ গড়ে তোলেন।

ধাপেরহাট টেকনিক্যাল কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও ছফিরণনেছা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আজিজুর রহমান নিয়োগবাণিজ্যের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার প্রসারে কলেজ গড়ে তোলা হয়েছে। শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছ থেকে নেওয়া অনুদান কলেজ স্থাপন ও উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হয়েছে। ধাপেরহাট টেকনিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ গায়রুল বাশার বলেন, 'টুপাইস উপার্জন নয়, উচ্চশিক্ষার প্রসারে কলেজটি গড়ে তুলেছি। এতে এলাকার বেকার যুবকেরা চাকরি পেয়েছে।'

হিংগারপাড়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আখিরুল ইসলাম বলেন, দূরত্বের বিষয়টি ঠিক থাকলেও নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য এই প্রতিষ্ঠানে কলেজ শাখা চালু করা হয়েছে। কলেজ শাখার অনুমোদন মিললেও এমপিওভুক্ত হয়নি। হিংগারপাড়া উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী বলেন, নিয়োগবাণিজ্যের অভিযোগ সঠিক নয়। মফস্বল এলাকায় উচ্চশিক্ষার বিস্তারে বিদ্যালয়ে কলেজ শাখার অনুমোদন নেওয়া হয়েছে।

সাদুল্যাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরিফুল হক বলেন, 'যাঁরা দূরত্বের সনদ দিয়েছেন, তাঁরা কীভাবে দিয়েছেন জানি না।' জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আজাহার আলী বলেন, বোর্ড কর্তৃপক্ষ কলেজ স্থাপনের অনুমতি দিয়ে থাকে। এখানে তাঁদের কিছু করণীয় নেই।